মায়ের পূজা

শ্রীদেবব্রত দত্ত

প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ।

আমাদের জীবনে মায়ের শ্রেষ্ঠ পূজা-উপচার কি ? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের বলতে হয় মায়ের দীন-দরিদ্র সন্তানের ব্যথা দূর করা, তাদের বড় করা, তাদের শিক্ষিত করা, তাদের স্বাস্থ্যবান করা, তাদের মানুষ করে তোলা। বর্ত্তমানে আমরা ছাত্র—এ-শিক্ষা শুধু জ্ঞানের জন্য নয়—এ জ্ঞানকে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকার ন্যায় আর দশজনকে যাতে আলো দিতে পারে তার চেষ্টা আমরা করব। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে দারিদ্র্য চাষীদের ক্রন্দন যাহা আমরা প্রতিনিয়তই শুনিতে পাই—আর বেদনায় ভরে উঠি—সেই ঘৃণিত দরিদ্র চাষীদের আমরা চাই সুখী করতে। পরে আমরা আমেরিকান, জার্ম্মান, রুশিয়ান, জাপানী কৃষিপদ্ধতির পুস্তকাদি পাঠ করে আমাদের নিজেদের গাঁয়ের দুতিন ঘর চাষীদের নিয়ে ছোট একটি সমিতি করে প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাশ্চাত্য চাষবাসের উপায় আলোচনা করব, যাতে তারা সেই পুরান আমলের চাষবাসের পদ্ধতি ত্যাগ করে, যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফসল পাওয়া যায় তারই অনুসরণ করে—তারপর তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি যাতে জাগে তার জন্যও নানা বিদেশী সাহিত্য আলোচনা করিব। গাঁয়ের ম্যালেরিয়ারূপী রাক্ষসী যা আমাদের পূজনীয় ও ভ্রাতৃসম দরিদ্র চাষাদের আক্রমন করিতেছে—তার বাস স্থান হল ঐ ঝোপঝাড়, আদাড় বাদাড়, পচাপুকুর ইত্যাদি। শুধু ম্যালেরিয়া নয়, আরও অনেক ব্যাধিই ঐ সব স্থানে বসবাস করছে, আর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কালের মুখে আমাদের দেশের ভিত্তি স্বরূপ চাষাদের তুলে দিচ্ছে। আমরা বাংলার চাষীদের জানিয়ে দেব তাদের গুপ্ত আক্রমন, তাদের জানিয়ে দেব কি করে তারা রক্ষা পেতে পারে—তাদের গ্রাম সংস্কারে উদ্যোগী করে তুলব। তাদের আমরা মানুষ হতে শেখাব—যাতে তারা বুঝতে পারে "আমরা হীন নই। আমরা মুর্খ নই।" এর পরিবর্ত্তে আমরা যে সরল ও নির্ম্মল ভক্তি ভালবাসা পাব সেই আমাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাতৃপূজা নয় কি ?

আপনারা মনে করতে পারেন এ আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে "Where there is a will there is a way." নাইবা পারলাম আমরা বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে চাষাদের সঙ্গে মিশতে—তাদের জাগাতে। কিন্তু আমাদের

নিজেদের গাঁয়ের যে কয়টি ঘর চাষা আছে আমরা কি পারি না তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করতে? তাদের সুখ সুবিধা বুঝিয়ে দিতে? এত আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সূর্য্যকিরণের মত এই জ্ঞানের আলোও ত কোন এক স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে না—দিনে দিনে এই আলো বাংলার ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত হবে—তাদের উদ্ভাসিত করবে। তখনই আসবে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি—তখনই হবে আমাদের প্রকৃত মায়ের পূজা। আজ আমাদের দেশ এত পশ্চাৎপদ কেন? এর উত্তর দিতে হলেই প্রথমে দৃষ্টি পড়ে এই চাষাদের উপর। গৃহনির্ম্মান করবার সময় ভিত্তি শক্ত চাই—দেশের ভিত্তিস্বরূপ চাষাদের উন্নতি না করলে দেশের উন্নতি কোথায়? জগতে সকল উন্নতশীল জাতিই আগে তাদের মেরুদণ্ড শক্ত করে তুলেছে। চাষারাই আমাদের দেশের মেরুদণ্ড সুতরাং আগে তাদের উন্নতি চাই। যদি আমরা সফলতা লাভ করতে পারি, তাহলে বহুছাত্র—যারা মনের গোপন কোনে এই উচ্চাভিলাষ পোষণ করছে—আসবে আমাদের সহায়তা করতে। সেদিন জগৎ বুঝবে দেশের কাজে বাংলার ছাত্র কতখানি আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই দরিদ্র চাষাদের অবনতি কে করল? সে ত আমরা নিজেরাই। আমরাইত তাদের আমাদের কাছ হতে দূরে রাখি—তাদের আমরা অবজ্ঞা করি—আমাদের সংস্পর্শে আসতে দিই না—তাদের আমরা অস্পৃশ্য বলি কিন্তু তারা কি প্রকৃতই সেরূপ? তারাই ত আমাদের অন্নদাতা, তারাই ত দেশের ভিত্তি—তারাও ত মায়ের সন্তান। এস ভাই! দেশমাতৃকার পূজা করে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করি, রঙিন সাজ বর্জ্জন করে দেশের কাজে মায়ের পূজার পূর্ণ আয়োজন করি।